Published by: Muslim Ummah of North America (MUNA)
1033 Glenmore Ave Brooklyn NY 11208
Tell: 718 277 7900, Fax: 718 277 7901, www.MuslimUmmah.org

Constitution

গঠনতন্ত্র

MUNA

MUSLIM UMMAH OF NORTH AMERICA (MUNA)

মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা)

Constitution

গঠনতন্ত্র

Published on
June 2014

Reprint
December 2020

Published by
Muslim Ummah of North America (MUNA)
1033 Glenmore Ave Brooklyn NY 11208
Tell: 718 277 7900, Fax: 718 277 7901,
www.MuslimUmmah.org

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বিশেষ পরিশিষ্ট

মুসলিম উম্মাহ্ অফ্ নর্থ আমেরিকা (মুনা)

- ❖ মুসলিম উম্মাহ্ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা) ১৯৯০ সালের জুলাই মাসের ২১ তারিখে 'মুসলিম উম্মাহ্ ইন আমেরিকা' নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৯২ সালের অক্টোবর মাস থেকে নতুন গঠনতন্ত্র কার্যকরী হয়। মুসলিম উম্মাহ্ ইন আমেরিকা নামটি গঠনতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে সংশোধন ও যথাযথভাবে অনুমোদনের পর মে ২৫, ২০০২ সাল থেকে "মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা" (মুনা) নামে কার্যকরী হয়।
- ❖ ১৯৯৩ সালের জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরায় প্রথমবারের মতো এর সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করা হয় এবং ১৯৯৩ সালের ১৪ই নভেম্বর তারিখে তা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন ও বাস্তবায়ন হয়।
- ❖ ২০০২ সালের মার্চ মাসের ৩০-৩১ তারিখের কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার নিয়মিত অধিবেশনে ২য় গঠনতন্ত্র সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। গঠনতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে এর চূড়ান্ত অনুমোদন সম্পন্ন হয়ে মে ২৫, ২০০২ তারিখ থেকে তা কার্যকরী হয়।
- ❖ ২০০২ সালের ২২-২৩ শে জুন অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার নিয়মিত অধিবেশনে গঠনতন্ত্রে ৩য় সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদন করা হয় এবং গঠনতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে এর চূড়ান্ত অনুমোদন সম্পন্ন হয়ে ২৪ মে আগষ্ট ২০০২ তারিখ থেকে তা কার্যকরী হয়।
- ❖ ২০০৫ সালের ৩০শে মে তারিখে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার নিয়মিত অধিবেশনে গঠনতন্ত্রের ৪র্থ সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারী ৫ তারিখে অনুষ্ঠিত মজলিশে শূরার অধিবেশনে তা গঠনতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন হয়ে কার্যকরী হয়।
- ❖ ২০১২ সালের নভেম্বর মাসের ১৭ তারিখে মজলিশে শূরার বিশেষ অধিবেশনে গঠনতন্ত্রের ৫ম সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়। ২০১৪ সলের জুন মাসের ৭ তারিখে অনুষ্ঠিত মজলিশে শূরার নিয়মিত অধিবেশনে, গঠনতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন হয়ে কার্যকরী হয়।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মুসলিম উম্মাহ্ অফ্ নর্থ আমেরিকা (মুনা)

গঠনতন্ত্র

ধারা ১ : নাম:

এ সংগঠনের নাম **'মুসলিম উম্মাহ্ অফ্ নর্থ আমেরিকা'** সংক্ষেপে 'MUNA'.

ধারা ২ : কার্যক্ষেত্র:

এ সংগঠনের কার্যক্ষেত্র হচ্ছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র।

ধারা ৩: মূলনীতি (Guiding Principle):

এ সংগঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যক্রম পরিচালনার মূলনীতি হচ্ছে কো'রআন ও সুন্নাহ। MUNA নন-প্রফিট সংগঠন হিসেবে ফেডারেল ও স্টেটের নীতিমালা অনুসারে পরিচালিত হবে।

ধারা ৪: লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Mission Statement):

এ সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিগত, নৈতিক ও সামাজিক জীবনের মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

ধারা ৫: কর্মসূচী (Agenda):

১. **দাওয়াত (Da'wah) -** ইসলামী আদর্শ অনুশীলনের জন্য মুসলমানদের প্রতি আহবান এবং অমুসলিমদের নিকট ইসলামের পরিচিতি তুলে ধরা।

২. **সংগঠন (Organization) -** নিজের ও সমাজের কল্যাণে দায়িত্ব পালন করতে আগ্রহী ব্যক্তিগণকে সংগঠনের অধীনে সংঘবদ্ধ করা।

৩. **শিক্ষা (Education) -** ইসলামী জ্ঞান ও যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে জীবনকে উন্নত করার প্রচেষ্টা চালানো।

৪. **সমাজ সেবা (Social Service) -** মানব সমাজের উন্নয়নে কল্যাণমূলক কাজ করা।

৫. **পারস্পরিক সুসম্পর্ক (Relationship) -** বিভিন্ন সংগঠন, ধর্মাবলম্বী, ভাষাভাষী ও প্রতিবেশীদের সাথে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালানো।

ধারা ৬: সদস্যপদ (Membership):

এ সংগঠনে তিন প্রকারের সদস্যপদ থাকবে। যথা:-

১. এসোসিয়েট মেম্বার (Associate Member).

২. মেম্বার (Member).

৩. সিনিয়র মেম্বার (Senior Member).

ধারা ৭: এসোসিয়েট মেম্বার (Associate Member) :

(ক) ইসলামের প্রাথমিক দায়িত্ব পালনে আগ্রহী যে কোন ব্যক্তি এ সংগঠনের এসোসিয়েট মেম্বার হতে পারবেন, যদি তিনি -

১. এ সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মসুচীর সাথে ঐক্যমত পোষন করেন এবং

২. নিয়মিত আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন।

(খ) এসোসিয়েট মেম্বার হওয়ার নিয়ম :-

কোন ব্যাক্তি উক্ত শর্তাবলী মেনে নিয়ে এসোসিয়েট মেম্বার হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, ফরম পুরন করে এসোসিয়েট মেম্বার হতে পারবেন।

ধারা ৮: মেম্বার (Member) :

(ক) এ সংগঠনের কোন এসোসিয়েট মেম্বার যদি-

১. এ সংগঠনের কর্মসুচীতে নিয়মিত অংশগ্রহন করেন;

২. নিয়মিত আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন;

৩. সংগঠনের নিয়ম শৃংখলা মেনে চলেন;

৪. এ সংগঠনের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টের দৃষ্টিতে মেম্বার হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হন;

তাহলে তিনি নির্ধারিত পন্থায় মেম্বার হতে পারবেন।

(খ) মেম্বার হওয়ার নিয়মাবলী:-

মেম্বার হতে আগ্রহী কোন এসোসিয়েট মেম্বার, সংগঠন কর্তৃক নির্ধারিত ''মেম্বার আবেদনপত্র'' পূরণ করে, চেপ্টার প্রেসিডেন্ট অথবা জোনাল প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে তা ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টের নিকট পৌঁছাবেন। ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট সে আবেদনপত্র মঞ্জুর করলে তাঁর শপথের ব্যবস্থা করবেন। শপথ গ্রহণের দিন থেকে তিনি 'মেম্বার' হিসেবে গণ্য হবেন।

ধারা ৯: সিনিয়র মেম্বার (Senior Member):

(ক) এ সংগঠনের কোন মেম্বার যদি --

১. সংগঠনের মূলনীতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতির সাথে ঐক্যমত পোষণ করেন;

২. সংগঠনের সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের প্রচেষ্টায় সক্রিয় থাকেন;

৩. ফরজ-ওয়াজিব ও হালাল-হারাম সমূহ মেনে চলার এবং কবীরা গুনাহ সমূহ থেকে বিরত থাকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান;

৪. সংগঠনের গঠনতন্ত্রের দাবি পূরণ এবং এ গঠনতন্ত্রের নিরিখে নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলার চেষ্টা করেন;

৫. এ সংগঠনের মজলিশে শূরার দৃষ্টিতে সিনিয়র মেম্বার হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হন; তাহলে তিনি নির্ধারিত পন্থায় সিনিয়র মেম্বার হতে পারবেন।

(খ) সিনিয়র মেম্বার হওয়ার নিয়মাবলী:-

সিনিয়র মেম্বার হতে আগ্রহী কোন মেম্বার সংগঠন কর্তৃক নির্ধারিত ''সিনিয়র মেম্বার আবেদনপত্র'' পূরণ করে চেপ্টার প্রেসিডেন্ট অথবা জোনাল প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে তা ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টের নিকট পৌঁছাবেন। ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট তার আবেদনপত্র মজলিশে শূরায় পেশ করবেন, মজলিশে শূরা তা মঞ্জুর করলে, ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট তাঁর শপথের ব্যবস্থা করবেন। শপথ গ্রহণের দিন থেকে তিনি 'সিনিয়র মেম্বার' হিসেবে গণ্য হবেন।

ধারা ১০: সাংগঠনিক স্তর:

এ সংগঠনের সাংগঠনিক স্তর নিম্নরূপ হবে:-

১. ন্যাশনাল সংগঠন, ২. জোনাল সংগঠন, ৩. চেপ্টার সংগঠন ও ৪. সাব-চেপ্টার সংগঠন।

ধারা ১১: ন্যাশনাল সংগঠন:

এ সংগঠনের 'ন্যাশনাল সংগঠন' নিম্নলিখিত সংস্থা ও পদের সমন্বয়ে গঠিত হবে: ১. ন্যাশনাল এসেম্বলী, ২. ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট, ৩. মজলিশে শূরা ও ৪. ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ্ কমিটি।

ধারা ১২: ন্যাশনাল এসেম্বলী:

১. এ সংগঠনের সিনিয়র মেম্বারদের কেন্দ্রীয় অধিবেশনকে ''ন্যাশনাল এসেম্বলী'' বলা হবে।

২. ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট নিজে কিংবা মজলিশে শূরা প্রয়োজন বোধ করলে, ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট যে কোন সময় 'ন্যাশনাল এসেম্বলী' আহবান করতে পারবেন।

৩. ন্যাশনাল এসেম্বলী সংগঠনের সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনা ও প্রয়োজনে গঠনতন্ত্র সংশোধনীর প্রস্তাব অনুমোদন করবে।

৪. যদি কোন বিষয়ে ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ও মজলিশে শূরার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং যদি একে অপরের রায় কিছুতেই মেনে নিতে না পারেন, তাহলে বিষয়টি নিস্পত্তির জন্য ন্যাশনাল এসেম্বলীতে পেশ করতে হবে।

৫. ন্যাশনাল এসেম্বলীতে উত্থাপিত বিষয় উপস্থিত সিনিয়র মেম্বারদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের ভিত্তিতে মীমাংসিত হবে। ন্যাশনাল এসেম্বলীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ধারা ১৩: ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট:

১. ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হবেন মুসলিম উম্মাহ্ অফ নর্থ আমেরিকার নির্বাহী প্রধান।

২. ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মেম্বার এবং সিনিয়র মেম্বারদের প্রত্যক্ষ ও গোপন ভোটে, সিনিয়র মেম্বারদের মধ্য থেকে দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন।

৩. একই ব্যক্তি একাধারে দুইবারের বেশী এবং সর্বমোট চার বারের বেশী ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে পারবেন না।

৪. ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য মজলিশে শূরার মেম্বারগণ তিনজনের একটি প্যানেল নির্বাচিত করবেন। ভোটারগণ এ প্যানেল থেকে যে কোন একজনকে ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট পদে ভোট দিতে পারবেন। এ প্যানেলের বাহির থেকেও ভোট দেয়ার অধিকার ভোটারদের থাকবে।

৫. ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর নির্বাচন পরিচালকের মাধ্যমে শপথ গ্রহণ করবেন।

৬. ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মজলিশে শূরার সাথে পরামর্শ করে সাংগঠনিক কাজ পরিচালনা করবেন।

৭. ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট যদি অনূর্ধ্ব ছয় মাসের জন্য দায়িত্ব পালন করতে অক্ষম হন, তাহলে তিনি মজলিশে শূরার মেম্বারদের সাথে পরামর্শ করে ন্যাশনাল ভাইস-প্রেসিডেন্ট অথবা মজলিশে শূরার মেম্বারদের মধ্য থেকে উক্ত সময়ের জন্য একজন ভারপ্রাপ্ত ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করবেন।

৮. ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট যদি ছয় মাসের বেশী সময়ের জন্য দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন কিংবা পদচ্যুত হন, কিংবা আকস্মিকভাবে ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টের পদ শূন্য হয়, তাহলে মজলিশে শূরা ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট অথবা মজলিশে শূরার মেম্বারদের মধ্য থেকে একজনকে ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করবেন, যদি সেশনের এক বছরের বেশী সময় বাকী থাকে তবে নির্বাচন কমিশন যথাযথভাবে সেশনের বাকী সময়ের জন্য ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট নির্বোচনের ব্যবস্থা করবেন।।

ধারা ১৪: ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা:

(ক) দায়িত্ব:-

১. এ সংগঠন পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টের ওপর অর্পিত থাকবে। তিনি মজলিশে শূরা ও ন্যাশনাল এসেম্বলীর নিকট দায়ী থাকবেন।

২. ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মজলিশে শূরার সাথে পরামর্শ করে সংগঠনের নীতি নির্ধারণ ও সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফায়সালা করবেন।

(খ) কর্তব্য:-

১. নিজে এ সংগঠনের গঠনতন্ত্র মেনে চলবেন ও তদনুযায়ী সাংগঠনিক শৃঙ্খলা কায়েম করা ও কায়েম রাখার জন্য পূর্ণ মাত্রায় চেষ্টা করবেন।

২. এ সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের চেষ্টা করাকেই নিজের প্রধানতম কর্তব্য মনে করবেন।

(গ) ক্ষমতা:-

১. ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট প্রয়োজনে ন্যাশনাল এসেম্বলী, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক, মজলিশে শূরার অধিবেশন এবং এক্সিকিউটিভ্ কমিটির বৈঠক আহবান করবেন।

২. মজলিশে শূরার সিদ্ধান্তের নিরিখে এ সংগঠনের অর্থ-সম্পদ ব্যয়-ব্যবহার করবেন।

৩. ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট নির্ধারিত পন্থায় মেম্বার পদ মন্জুর করবেন এবং প্রয়োজনে কোন মেম্বার পদ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থগিতও করতে পারবেন।

৪. ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট প্রয়োজনে কোন সিনিয়র মেম্বার-পদ মজলিশে শূরার মেম্বারদের সাথে পরামর্শ করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থগিত করতে পারবেন।

৫. ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মজলিশে শূরার সাথে পরামর্শ করে অধঃস্তন সংগঠন স্থগিত করতে অথবা বিলুপ্ত করতে পারবেন।

ধারা ১৫: মজলিশে শূরা:

১. সংগঠনের নীতি-নির্ধারণ, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ ও সহযোগিতা দানের জন্য মজলিশে শূরা গঠিত হবে।

২. বিদায়ী মজলিশে শূরা পরবর্তী মজলিশে শূরার আসন সংখ্যা নির্ধারণ করবেন এবং আসন সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে পুরুষ, মহিলা ও আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব বিবেচনা করবেন।

৩. বিদায়ী মজলিশে শূরা কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক সাবেক ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টগণ মজলিশে শূরার মেম্বার হবেন।

৪. মুনা ইয়ুথ এবং ইয়ং সিস্টার অফ মুনার প্রধান নির্বাহী মজলিশে শূরায় অন্তর্ভুক্ত হবেন।

৫. মজলিশে শূরার মেম্বারগণ সংগঠনের মেম্বার ও সিনিয়র মেম্বারদের প্রত্যক্ষ ও গোপন ভোটে সিনিয়র মেম্বারদের মধ্য থেকে দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন।

৬. মজলিশে শূরার মেম্বারগণ একাধারে তিনবারের বেশী নির্বাচিত হতে পারবেন না, তবে মনোনীত হতে পারবেন।

৭. মজলিশে শূরার নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মজলিশে শূরার অধিবেশন আহবান করবেন। নতুন মজলিশে শূরা শপথ গ্রহণ না করা পর্যন্ত, বিদায়ী মজলিশে শূরা দায়িত্ব পালন করে যাবেন।

৮. মজলিশে শূরার মেম্বারগণ ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে অথবা তাঁর নির্ধারিত পন্থায় শপথ গ্রহণ করবেন।

৯. ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মজলিশে শূরার অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মজলিশে শূরা মেম্বার মনোনীত করতে পারবেন, যাঁদের সংখ্যা নির্বাচিত মেম্বারদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি হবে না।

১০. ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট প্রয়োজন মনে করলে মজলিশে শূরার কোন বৈঠকে অথবা বৈঠকের কোন অংশ বিশেষের জন্য কোন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করতে পারবেন।

১১. ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট পদাধিকার বলে মজলিশে শূরার সভাপতি হবেন।

১২. ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট যে কোন সময় মজলিশে শূরার অধিবেশন আহবান করতে পারবেন।

১৩. মজলিশে শূরার অর্ধাংশ মেম্বারের উপস্থিতিতে অধিবেশনের কোরাম হবে। তবে কোন অধিবেশন কোরামের অভাবে মুলতবী হয়ে গেলে, মুলতবী অধিবেশনের জন্য কোরামের প্রয়োজন হবে না, (ধারা ২৭ (ক) দ্রষ্টব্য)।

১৪. মজলিশে শূরার এক-তৃতীয়াংশ মেম্বারের সাক্ষরিত রিকুইজিশন নোটিশ পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মজলিশে শূরার অধিবেশন আহবান করবেন।

১৫. রিকুইজিশন নোটিশ পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে যদি ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মজলিশে শূরার অধিবেশন আহবান না করেন তা হলে রিকুইজিশন নোটিশে স্বাক্ষরকারী মেম্বারগণ কমপক্ষে ১৫ দিনের নোটিশ দিয়ে মজলিশে শূরার অধিবেশন আহবান করতে পারবেন।

ধারা ১৬: মজলিশে শূরার কর্তব্য ও ক্ষমতা:

(ক) কর্তব্য:-

সমষ্টিগতভাবে মজলিশে শূরা এবং ব্যক্তিগতভাবে এর প্রত্যেক মেম্বারের কর্তব্য হবে :-

১. ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ও মজলিশে শূরার প্রত্যেক মেম্বার এ গঠনতন্ত্রে বর্ণিত মূলনীতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অনুসারী আছেন কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা।

২. মজলিশে শূরার অধিবেশন সমূহে নিয়মিত হাজির হওয়া এবং কোন শরয়ী ওযর থাকলে পূর্বেই ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া।

৩. প্রত্যেক বিষয়ে নিজের ‘ইলম, ঈমান ও বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী স্বীয় প্রকৃত মত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা।

(খ) ক্ষমতা:-

মজলিশে শূরার ক্ষমতা নিম্নরূপ হবে:-

১. এ গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা দান।

২. এ গঠনতন্ত্রের সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ।

৩. বার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট অনুমোদন।

৪. ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টসহ সকল দায়িত্বশীলদের কার্যক্রম পর্যালোচনা।

৫. বার্ষিক রিপোর্ট ও বাইতুলমাল রিপোর্ট অনুমোদন।

৬. কেন্দ্রীয় বাইতুল মালের আয়-ব্যয়ের হিসাব অডিট করার জন্য অডিটর নিয়োগ ও অডিট রিপোর্ট অনুমোদন।

৭. নির্বাচন কমিশন গঠন।
৮. ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে আনিত অনাস্থা প্রস্তাব বিবেচনা।
৯. সিনিয়র মেম্বার পদের আবেদন মঞ্জুর অথবা না মঞ্জুর করা।
১০. প্রয়োজনে কোন সিনিয়র মেম্বার পদ স্থগিত অথবা বাতিল করা।
১১. কোন ক্ষমতা ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট, এক্সিকিউটিভ্ ডাইরেক্টর, এক্সিকিউটিভ্ কমিটি কিংবা কোন কমিটির ওপর অর্পণ করা।

ধারা ১৭: ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ্ কমিটি:

(ক) গঠন:-

১. ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করার জন্য এক বা একাধিক ভাইস-প্রেসিডেন্ট, এক্সিকিউটিভ্ ডাইরেক্টর ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিভাগীয় ডাইরেক্টরদের সমন্বয়ে ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ্ কমিটি গঠিত হবে।
২. ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মজলিশে শূরার অনুমোদনক্রমে ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ্ কমিটি গঠন করবেন।
৩. ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মজলিশে শূরার অনুমোদনক্রমে ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ্ কমিটির যে কোন সদস্যকে অপসারণ করতে পারবেন।

(খ) দায়িত্ব:-

১. ন্যাশনাল ভাইস-প্রেসিডেন্ট, ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ্ ডাইরেক্টর এবং বিভাগীয় ডাইরেক্টরগণ ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট এবং মজলিশে শূরা কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন ।
২. ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ্ ডাইরেক্টর সংগঠনের যাবতীয় রেকর্ড ও দলীলপত্র সংরক্ষণ করবেন এবং বিভাগীয় ডাইরেক্টরদের কাজের তদারকী করবেন।
৩. কোন কারণে যদি মজলিশে শূরা বাতিল হয়ে যায়, তখন নতুন মজলিশে শূরা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ কমিটি মজলিশে শূরার দায়িত্ব পালন করবে।

ধারা ১৮: ন্যাশনাল কাউন্সিল:

(ক) উপদেষ্টা পরিষদ:(National Advisory Council)

১. মজলিশে শূরা প্রয়োজন মনে করলে এ সংগঠনে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করতে পারবেন। এর মেয়াদ দুই বছর হবে এবং ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট পদাধিকার বলে এর সভাপতি হবেন।
২. মজলিশে শূরার উপদেষ্টা পরিষদের মেম্বার সংখ্যা নির্ধারণ করার, মনোনয়ন দেয়ার ও বাতিল করার অধিকার থাকবে।

3. উপদেষ্টা পরিষদ সংগঠনের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ও মজলিশে শূরাকে পরামর্শ প্রদান করবেন এবং বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থার সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে সহায়তা প্রদান করবেন।

(খ) ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল:

১. ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টকে নিয়মিত কাজে সহযোগীতা ও পরামর্শ দেয়ার জন্য 'ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল' নামে একটি কমিটি কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা কর্তৃক গঠিত হবে। এই কমিটি তাদের কার্যক্রমের জন্য মজলিশে শূরার নিকট দায়ী থাকবেন।

ধারা ১৯: জোনাল সংগঠন:

১. মজলিশে শূরা কার্যক্ষেত্রকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জোনে বিভক্ত করে জোনের কাঠামো, নীতিমালা ও কাজের পরিধি নির্ধারণ করে দেবেন।

২. ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট সংশ্লিষ্ট জোনের মেম্বার ও সিনিয়র মেম্বারদের সাথে পরামর্শ করে অথবা মজলিশে শূরার মেম্বারদের সাথে পরামর্শ করে জোনাল প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করবেন।

৩. কেন্দ্রীয় সংগঠন ও ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সমূহ পালন করবেন।

৪. কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার আলোকে কাজ সম্প্রসারণ, মান উন্নয়ন এবং সাংগঠনিক মজবুতির জন্য জোনাল সভাপতিগণ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

৫. জোনাল সভাপতিগণ নিজ নিজ এলাকায় যাবতীয় কাজের জন্য ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ও মজলিশে শূরার নিকট দায়ী থাকবেন।

ধারা ২০: চেপ্টার সংগঠন:

১. কোন এলাকা, শহর অথবা স্টেটে এসোসিয়েট মেম্বার, মেম্বার এবং সিনিয়র মেম্বারদের মধ্য থেকে একাধিক ব্যাক্তি থাকলে সংশ্লিষ্ট জোনের সুপারিশক্রমে এবং ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টের অনুমোদনক্রমে তার সীমানা ও নাম নির্ধারন করে চেপ্টার সংগঠন গঠন করা যেতে পারে।

২. যে সকল চেপ্টারে, মেম্বার ও সিনিয়র মেম্বারদের মধ্য থেকে কমপক্ষে পাঁচ জন আছেন, সেখানে মেম্বার ও সিনিয়র মেম্বারদের মতামত যাচাই করে ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট দুই বছরের জন্য অথবা মজলিশে শূরা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের জন্য চেপ্টার প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করবেন।

৩. যে সকল চেপ্টারে মেম্বার ও সিনিয়র মেম্বার পাঁচ জনের কম রয়েছেন, সেখানে সিনিয়র মেম্বার, মেম্বার ও এসোসিয়েট মেম্বারদের মতামত যাচাই করে ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট দুই বছরের জন্য অথবা মজলিশে শূরা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের জন্য চেপ্টার প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করবেন।

৪. চেপ্টার প্রেসিডেন্ট নিযুক্তি লাভের পর, ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে অথবা তাঁর নির্ধারিত পন্থায় শপথ গ্রহণ করবেন।

৫. চেপ্টার প্রেসিডেন্ট তাঁর মেয়াদকালের জন্য চেপ্টারের মেম্বার ও সিনিয়র মেম্বারদের পরামর্শে এবং সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন দায়িত্বশীলের অনুমোদনক্রমে, চেপ্টার কর্মপরিষদের বিভিন্ন দায়িত্বশীল নিয়োগ ও অপসারণ করতে পারবেন।

৬. চেপ্টার সংগঠন সকল প্রকার আয়-ব্যয় ও কাজের রিপোর্ট নিয়মিত ঊর্ধ্বতন সংগঠনের নিকট পাঠাবেন এবং সকল প্রকার কাজের জন্য জোনাল সংগঠন এবং ন্যাশনাল সংগঠনের নিকট দায়ী থাকবেন।

৭. চেপ্টার সংগঠন ন্যাশনাল পরিকল্পনার আলোকে চেপ্টার ও সাব-চেপ্টার সমূহের কাজের পরিকল্পনা তৈরী করে কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

ধারা ২১: সাব-চেপ্টার সংগঠন:

১. প্রয়োজনে যে কোন সময় চেপ্টার প্রেসিডেন্ট চেপ্টারের সিনিয়র মেম্বার ও মেম্বারদের বৈঠকে পরামর্শ করে চেপ্টারের এলাকাকে একাধিক সাব-চেপ্টারে ভাগ করে সাব-চেপ্টার প্রেসিডেন্ট নিয়োগ ও অপসারণ করতে পারবেন।

২. সাব-চেপ্টার প্রেসিডেন্টগণ আয়-ব্যয়ের সকল প্রকার হিসাব চেপ্টার প্রেসিডেন্টের নিকট নিয়মিত পেশ করবেন।

৩. চেপ্টার সংগঠন সাব-চেপ্টার সমূহের কাজের পরিকল্পনা তৈরী বা অনুমোদন করে সরাসরি তদারকি করবেন।

ধারা ২২: অর্থ বিভাগ:

১. সংগঠনের সকল স্তরে অর্থ বিভাগ বা বাইতুলমাল থাকবে।

২. অধঃস্তন সংগঠন নিয়মিতভাবে ঊর্ধ্বতন সংগঠনে ধার্যকৃত অর্থ জমা দেবেন।

৩. সিনিয়র মেম্বার, মেম্বার, এসোসিয়েট মেম্বার ও সংগঠনের কল্যাণকামী ব্যক্তিদের দান এবং বিভাগীয় আয় হবে অর্থ বিভাগের আয়ের উৎস।

৪. চেপ্টার সংগঠন নিজ নিজ অর্থ বিভাগ থেকে সংগঠনের কাজে অর্থ ব্যয় করবেন এবং ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টের নিকট সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব দিতে বাধ্য থাকবেন।

৫. ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মজলিশে শূরা এবং ন্যাশনাল এসেম্বলীর নিকট অর্থ বিভাগের আয়-ব্যয় সম্পর্কে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন।

৬. ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মজলিশে শূরার সাথে পরামর্শ করে চেপ্টার সমূহের অর্থ বিভাগের আয়-ব্যয়ের হিসাব অডিটের ব্যবস্থা করবেন।

ধারা ২৩: নির্বাচন কমিশন:

১. ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট এবং মজলিশে শূরার নির্বাচন পরিচালনার জন্য, মজলিশে শূরা প্রধান নির্বাচন পরিচালক এবং এক বা একাধিক সহকারী নির্বাচন পরিচালকের সমন্বয়ে নির্বাচন কমিশন গঠন করবেন।

২. প্রত্যেক সেশনের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট এবং মজলিশে শূরার নিয়মিত নির্বাচন পরিচালনার জন্য নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে এবং পরবর্তী নির্বাচন কমিশন গঠন না করা পর্যন্ত এই কমিশন সকল প্রকার নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করে যাবেন।

৩. প্রধান নির্বাচন পরিচালক এবং সহকারী নির্বাচন পরিচালক ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে অথবা তাঁর নির্ধারিত পন্থায় শপথ গ্রহণ করবেন।

ধারা ২৪: নিযুক্তি, নির্বাচন, ভোট ও মতামত প্রদানে বিবেচ্য বিষয় :

১. এ সংগঠনের যে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নির্বাচন কিংবা নিযুক্তিকালে ব্যক্তির ইসলামী জ্ঞান, আল্লাহ্‌ভীতি, আমানতদারী, নিরপেক্ষতা, মেজাযের ভারসাম্য, সাংগঠনিক প্রজ্ঞা ও সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বিধানের যোগ্যতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে।

২. দায়িত্বশীল নিযুক্তি ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধি-বিধান ও ঐতিহ্য মেনে চলা হবে।

৩. প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন পদের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হওয়া কিংবা এর জন্য চেষ্টিত হওয়া উক্ত পদে নির্বাচিত বা নিযুক্ত হওয়ার জন্য অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।

৪. কারো পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারণা করা সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বিরোধী তৎপরতা বলে গণ্য হবে।

৫. কেউ নিজেকে ভোট দিতে পারবেন না এবং কেউ নিজের জন্য ভোট চাইতে পারবেন না।

৬. নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট প্রাপ্ত ব্যক্তি নির্বাচিত বলে ঘোষিত হবেন।

ধারা ২৫: পদচ্যুতি, বাতিল ও পদত্যাগ:

(ক) পদচ্যুতি:-

১. ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট যদি স্বেচ্ছায় ইসলামের কোন স্পষ্ট বিধান লঙ্ঘন করেন অথবা তাঁর কাজের দ্বারা এ সংগঠনের ক্ষতি হওয়ার আশংকা দেখা দেয় অথবা তিনি যদি সিনিয়র মেম্বার পদের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন অথবা মজলিশে শূরার মেম্বারদের অধিকাংশের আস্থা হারিয়ে ফেলেন, তাহলে মজলিশে শূরা নিম্ন ২৫ (ক) ২ উপধারা অনুযায়ী তাঁকে অপসারণ করতে পারবেন।

২. মজলিশে শূরার এক-তৃতীয়াংশ মেম্বার কর্তৃক ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টের নিকট লিখিতভাবে তাঁর প্রতি অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিস প্রদানের এক মাসের মধ্যে ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মজলিশে শূরার অধিবেশন আহবান করে উক্ত প্রস্তাব বিবেচনার জন্য পেশ করবেন। মজলিশে শূরার দুই-তৃতীয়াংশ মেম্বার অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলে এবং ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট তা মেনে নিলে ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট পদ তৎক্ষণাৎ শূন্য হবে। কিন্তু ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট তা মেনে নিতে না পারলে অনধিক তিন মাসের মধ্যে সিনিয়র মেম্বারদের নিকট অথবা ন্যাশনাল এসেম্বলীতে বিষয়টি মীমাংসার জন্য পেশ করতে হবে।

৩. অনাস্থা প্রস্তাব বিষয়ে সিনিয়র মেম্বারদের ভোটে অথবা ন্যাশনাল এসেম্বলীতে যদি ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট নিজ পদে বহাল থাকেন, তাহলে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণকারী মজলিশে শূরা বাতিল হয়ে যাবে এবং অনধিক তিন মাসের মধ্যে নতুন মজলিশে শূরা নির্বাচিত করতে হবে। আর অনাস্থা প্রস্তাব যদি গৃহীত হয় তাহলে তাৎখনিকভাবে ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টের পদ শূন্য হবে।

৪. মজলিশে শূরার কোন মেম্বার পদচ্যুত হবেন, যদি তিনি এ সংগঠনের সিনিয়র মেম্বার-পদ হারিয়ে ফেলেন, অথবা যদি নির্বাচিত বা মনোনীত হওয়ার পর উপযুক্ত কারণ ছাড়া তিন মাসের মধ্যে শপথ নিতে ব্যর্থ হন, অথবা যদি উপযুক্ত কারণ ছাড়া মজলিশে শূরার পরপর তিনটি অধিবেশনে উপস্থিত না হন, অথবা যদি মজলিশে শূরার মেম্বার পদে লিখিত ইস্তফা দেন এবং ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট তা গ্রহণ করেন অথবা সংগঠনের নীতি বিরোধী কাজ করেছেন বা শৃঙ্খলা বিরোধী কাজ করেছেন বলে মজলিশে শূরার দুই-তৃতীয়াংশ মেম্বার রায় দেন।

৫. চেপ্টার প্রেসিডেন্ট অথবা জোনাল প্রেসিডেন্ট যদি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন, কিংবা সংশ্লিষ্ট এলাকার অধিকাংশ সিনিয়র মেম্বার ও মেম্বারের আস্থা হারিয়ে ফেলেন, কিংবা ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টের আস্থা হারিয়ে ফেলেন, কিংবা মজলিশে শূরার আস্থা হারিয়ে ফেলেন, তাহলে ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মজলিশে শূরার মেম্বারদের সাথে পরামর্শ করে তাঁকে অপসারণ করতে পারবেন।

(খ) বাতিল:-

১. কোন সিনিয়র মেম্বার অথবা মেম্বার যদি-

(১) সিনিয়র মেম্বার অথবা মেম্বার হওয়ার শর্তাবলী আংশিক বা পূর্ণভাবে, মৌখিক বা কার্যত লঙ্ঘন করেন; অথবা

(২) শপথ ভঙ্গ করেন; অথবা

(৩) সংগঠনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন; অথবা

(৪) সংগঠনের নিয়ম-শৃঙ্খলা বিরোধী কাজ করেন; অথবা

(৫) এমন কাজ করেন যাতে সংগঠনের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়; অথবা

(৬) তাকে সংশোধনের চেষ্টা সত্ত্বেও সংগঠনের কাজে অবহেলা করেন; অথবা

(৭) চেপ্টার প্রেসিডেন্ট অথবা জোনাল প্রেসিডেন্ট অথবা ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টের আস্থা হারিয়ে ফেলেন-

তাহলে ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মজলিশে শূরার মেম্বারদের সাথে পরামর্শ করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সিনিয়র মেম্বার-পদ মুলতবী করতে পারবেন এবং মজলিশে শূরার অনুমোদনক্রমে তা বাতিল করতে পারবেন। ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মেম্বার পদ মুলতবী করতে পারবেন এবং মুলতবীকৃত মেম্বার পদ মজলিশে শূরার পরামর্শক্রমে বাতিল করতে পারবেন।

(গ) পদত্যাগ:-

১. ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করতে চাইলে মজলিশে শূরার কাছে লিখিতভাবে পদত্যাগ পত্র পেশ করবেন। মজলিশে শূরা তা গ্রহণ করলে ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টের পদ শূন্য হয়ে যাবে, (ধারা ১৩ (৮) দ্রষ্টব্য)।

১. মজলিশে শূরার কোন মেম্বার পদত্যাগ করতে চাইলে লিখিতভাবে সরাসরি ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টের নিকট পদত্যাগ পত্র পেশ করবেন। ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মজলিশে শূরার সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেবেন।

২. কোন মেম্বার অথবা সিনিয়র মেম্বার ইস্তফা দিতে চাইলে পদত্যাগ পত্র চেপ্টার প্রেসিডেন্ট অথবা জোনাল প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টের নিকট পাঠাবেন। ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট উক্ত পত্র পাওয়ার সাথে সাথে উক্ত মেম্বার অথবা সিনিয়র মেম্বারের মেম্বার-পদ মুলতবী হয়ে যাবে এবং দুই মাসের মধ্যে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার না করলে সংশ্লিষ্ট মেম্বার-পদ বাতিল হয়ে যাবে।

ধারা ২৬: গঠনতন্ত্র সংশোধন:

১. ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট কিংবা মজলিশে শূরার কোন মেম্বার গঠনতন্ত্রের কোন সংশোধনী লিখিতভাবে প্রস্তাবাকারে মজলিশে শূরায় পেশ করতে পারেন। অন্য যে কোন মেম্বার লিখিতভাবে সংশোধনী প্রস্তাব ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টের নিকট পাঠাতে পারেন।

২. মজলিশে শূরার উপস্থিত মেম্বারদের এক তৃতীয়াংশ মেম্বার উক্ত প্রস্তাব আলোচনার জন্য গ্রহণযোগ্য বলে মত দিলে তা মজলিশে শূরার আলোচ্য-সূচীর অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩. মজলিশে শূরার দুই-তৃতীয়াংশ মেম্বার সমর্থন করলে সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হবে।

৪. অতঃপর সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য ‘ন্যাশনাল এসেম্বলীর’ অধিবেশনে অথবা সিনিয়র মেম্বারদের নিকট প্রেরণ করতে হবে এবং অধিকাংশের মতের ভিত্তিতে সংশোধনী প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে গৃহীত বলে গণ্য হবে।

ধারা ২৭: কোরাম:

যদি কোন বৈঠকের কোরাম সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কোন কিছু উল্লেখ না থাকে, তবে ৫০% এর অধিক সংশ্লিষ্ট সদস্যের উপস্থিতি কোরাম হিসেবে গন্য হবে।

(ক) যদি মজলিশে শূরার কোন নির্ধারিত নিয়মিত অধিবেশন কোরামের অভাবে স্থগিত হয়ে যায়, তখন স্থগিত বৈঠকের জন্য কোরামের প্রয়োজন হবে না, তবে ২১ দিনের মধ্যে স্থগিত বৈঠক করা যাবে না।

(খ) যদি কোন স্থগিত শূরার অধিবেশনে ৫০% এর কম সংখ্যক সদস্য উপস্থিত হন, তখন সেই অধিবেশনে কোন গঠনতন্ত্র সংশোধনী প্রস্তাব অথবা কোন প্রকার মেম্বারপদ স্থগিত/বাতিল/অনুমোদন অথবা এমন কোন সিদ্ধান্ত যা সংগঠনের প্রকৃতিগত মৌলিক পরিবর্তন আনে, তা করা যাবে না।

(গ) যদি ন্যাশনাল এসেম্বলীর কোন নির্ধারিত নিয়মিত অধিবেশন কোরামের অভাবে মুলতবী হয়ে যায়, তখন ২১ দিনের মধ্যে সেই মুলতবী অধিবেশন করা যাবে না।

(ঘ) যদি কোন স্থগিত ন্যাশনাল এসেম্বলীর অধিবেশনে ৫০% এর কম সংখ্যক সদস্য উপস্থিত হন, তখন সেই অধিবেশনে কোন গঠনতন্ত্র সংশোধনী প্রস্তাব অথবা কোন প্রকার মেম্বারপদ স্থগিত/বাতিল/অনুমোদন অথবা এমন কোন সিদ্ধান্ত যা সংগঠনের প্রকৃতিগত মৌলিক পরিবর্তন আনে, তা করা যাবে না।

ধারা ২৮: সেশন:

১লা জানুয়ারী থেকে মুসলিম উম্মাহ্ অফ নর্থ আমেরিকার সেশন শুরু হবে। কোন নির্বাচিত সভাপতি ১লা জানুয়ারীর আগে অথবা পরে মজলিশে শূরা কর্তৃক নির্ধারিত সুবিধাজনক সময়ে শপথ নিয়ে দায়িত্ব পালন শুরু করতে পারেন।

ধারা ২৯: হস্তান্তর:

১. মুসলিম উম্মাহ্ অফ নর্থ আমেরিকা ইনক্ এর সম্পদ মজলিশে শূরা কর্তৃক অনুমোদিত, স্টেট ও ফেডারেল আইন অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত কোন নন্-প্রফিট ইসলামী সংগঠন বা সেন্টারে নিম্ন উপধারা অনুযায়ী হস্তান্তর করা যেতে পারে।

২. কখনো এই সংগঠন বিলুপ্তির প্রয়োজন হলে, প্রথমত: প্রস্তাবটি মজলিশে শূরায় তিন-চতুর্থাংশ মেম্বারের ভোটে প্রাথমিকভাবে অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

৩. অতঃপর প্রস্তাবটি সিনিয়র মেম্বার অথবা ন্যাশনাল এসেম্বলীর অধিবেশনে তিন-চতুর্থাংশের ভোটে চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের প্রয়োজন হবে।

পরিশিষ্ট- ১

মেম্বারের শপথনামা

মুসলিম উম্মাহ্ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমি ...., আল্লাহ রাববুল 'আলামীনকে সাক্ষী রেখে, মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকার মেম্বার হিসেবে শপথ করছি যে,

- ➢ আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল।
- ➢ আমি ইসলামের মৌলিক দায়িত্বসমূহ পালন ও আদেশ-নিষেধ মেনে চলার চেষ্টা করবো;
- ➢ আমি মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকার মূলনীতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতির সাথে ঐক্যমত পোষন করি;
- ➢ আমি মুসলিম উম্মাহ্ অফ নর্থ আমেরিকার গঠনতন্ত্র ও সাংগঠনিক নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলবো;
- ➢ দাওয়াতী কাজ সহ সাংগঠনিক তৎপরতায় সাধ্যমত সক্রিয় থাকার চেষ্টা করবো।

আল্লাহ আমাকে এ ওয়া'দাহ্ পালনের তাওফীক দান করুন। আমীন।

পরিশিষ্ট- ২

সিনিয়র মেম্বারের শপথনামা

মুসলিম উম্মাহ্ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমি ...., আল্লাহ রাববুল 'আলামীনকে সাক্ষী রেখে, মুসলিম উম্মাহ্ অফ্ নর্থ আমেরিকার সিনিয়র মেম্বার হিসেবে শপথ করছি যে,

- আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল।
- আমি মুসলিম উম্মাহ্ অফ্ নর্থ আমেরিকার মূলনীতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতির সাথে ঐক্যমত পোষণ করি;
- আমি মুসলিম উম্মাহ্ অফ্ নর্থ আমেরিকার সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের প্রচেষ্টায় সক্রিয় থাকবো;
- আমি ফরজ-ওয়াজিব ও হালাল-হারাম সমূহ মেনে চলার এবং কবীরা গুনাহ সমূহ থেকে বিরত থাকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবো;
- আমি মুসলিম উম্মাহ্ অফ্ নর্থ আমেরিকার গঠনতন্ত্রের দাবি পূরণ এবং এ গঠনতন্ত্রের নিরিখে নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলবো।

আল্লাহ আমাকে এ ওয়া'দাহ্ পালনের তাওফীক দান করুন। আমীন ।

পরিশিষ্ট-৩

ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টের শপথনামা

মুসলিম উম্মাহ্ অফ্ নর্থ আমেরিকা (মুনা)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমি ...., যাকে মুসলিম উম্মাহ্ অফ্ নর্থ আমেরিকার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হয়েছে আল্লাহ রাববুল 'আলামীনকে সাক্ষী রেখে ওয়া'দাহ্ করছি যে-

- আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) এর আনুগত্য ও আদেশ পালনকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করবো এবং সব কিছুর ওপর অগ্রাধিকার দেবো;
- মুসলিম উম্মাহ্ অফ্ নর্থ আমেরিকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাছিল এবং কর্মসূচী বাস্তবায়নকে আমার প্রধানতম কর্তব্য মনে করবো;
- এ সংগঠনের সিদ্ধান্তসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের চেষ্টা করবো;
- এ সংগঠনের মেম্বারদের মধ্যে সর্বদা নিরপেক্ষতা এবং ন্যায়-পরায়ণতার ভিত্তিতে ফায়সালা করবো;
- এ সংগঠনের আমানতসমূহের পূর্ণ হিফাজাত করবো;
- নিজে এ সংগঠনের গঠনতন্ত্র মেনে চলবো এবং এ গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সাংগঠনিক শৃঙ্খলা কায়েম করার এবং কায়েম রাখার জন্য পূর্ণমাত্রায় চেষ্টা করবো।

আল্লাহ আমাকে এ ওয়া'দাহ্ পালনের তাওফীক দান করুন। আমীন।

পরিশিষ্ট-৪

মজলিশে শূরা মেম্বারের শপথনামা

মুসলিম উম্মাহ্ অফ্ নর্থ আমেরিকা (মুনা)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমি ...., যাকে মুসলিম উম্মাহ্ অফ্ নর্থ আমেরিকার মজলিশে শূরার মেম্বার নির্বাচিত/মনোনীত করা হয়েছে আল্লাহ রাববুল 'আলামীনকে সাক্ষী রেখে ওয়া'দাহ্ করছি যে-

- ➢ আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) এর আনুগত্য ও আদেশ পালনকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করবো;
- ➢ মুসলিম উম্মাহ্ অফ্ নর্থ আমেরিকার গঠনতন্ত্র নিজে মেনে চলবো এবং সংগঠনের সকল কাজ এ গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তার দিকে লক্ষ্য রাখবো;
- ➢ ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট, মজলিশে শূরা ও মজলিশে শূরার মেম্বারগন এ সংগঠনের মূলনীতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এ গঠনতন্ত্রের অনুসারী আছেন কিনা তার দিকে লক্ষ্য রাখবো;
- ➢ সকল বিষয়ে নিজের 'ইলম, ঈমান ও বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী স্বীয় প্রকৃত মত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করবো।
- ➢ এ সংগঠনের সকল সিদ্ধান্ত মেনে চলবো এবং সংগঠনের স্বার্থকে সমুন্নত রাখার চেষ্টা করবো;

আল্লাহ আমাকে এ ওয়া'দাহ্ পালনের তাওফীক দান করুন। আমীন।

পরিশিষ্ট-৫

ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বারদের শপথনামা

মুসলিম উম্মাহ্ অফ্ নর্থ আমেরিকা (মুনা)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমি ...., যাকে মুসলিম উম্মাহ্ অফ্ নর্থ আমেরিকার, ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বার নিযুক্ত করা হয়েছে আল্লাহ রাববুল 'আলামীনকে সাক্ষী রেখে ওয়া'দাহ্ করছি যে-

- ➢ আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) এর আনুগত্য ও আদেশ পালনকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করবো;
- ➢ আমি মুসলিম উম্মাহ্ অফ্ নর্থ আমেরিকার গঠনতন্ত্র মেনে চলবো এবং এর নিরিখে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবো;
- ➢ আমার ওপর অর্পিত কর্তব্য ও দায়িত্ব পূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বাসপরায়নতা সহকারে সম্পন্ন করবো।

আল্লাহ আমাকে এ ওয়া'দাহ্ পালনের তাওফীক দান করুন। আমীন।

পরিশিষ্ট- ৬

জোনাল প্রেসিডেন্ট / চেপ্টার প্রেসিডেন্টের শপথনামা

মুসলিম উম্মাহ্ অফ্ নর্থ আমেরিকা (মুনা)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমি ...., যাকে মুসলিম উম্মাহ্ অফ্ নর্থ আমেরিকার .... জোনাল প্রেসিডেন্ট / চেপ্টার প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করা হয়েছে আল্লাহ রাববুল 'আলামীনকে সাক্ষী রেখে ওয়া'দাহ্ করছি যে-

- মুসলিম উম্মাহ্ অফ্ নর্থ আমেরিকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিল, কর্মসূচী ও সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নকে আমার প্রধানতম কর্তব্য মনে করবো।
- আমি কেন্দ্রীয় পরিচালনা ও সিদ্ধান্তের আলোকে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করবো।
- আমার ওপর অর্পিত কর্তব্য ও দায়িত্ব পূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বাসপরায়নতা সহকারে সম্পন্ন করবো।
- আমি এ সংগঠনের গঠনতন্ত্র মেনে চলবো।
- আমি এ সংগঠনের আমানতসূহের পূর্ণ হিফাজাত করবো।

  আল্লাহ আমাকে এ ওয়া'দাহ্ পালনের তাওফীক দান করুন। আমীন।

পরিশিষ্ট-৭

প্রধান / সহকারী নির্বাচন পরিচালকের শপথনামা

মুসলিম উম্মাহ্ অফ্ নর্থ আমেরিকা (মুনা)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমি ...., যাকে মুসলিম উম্মাহ অফ্ নর্থ আমেরিকার প্রধান/সহকারী নির্বাচন পরিচালক নিযুক্ত করা হয়েছে আল্লাহ রাববুল 'আলামীনকে সাক্ষী রেখে ওয়া'দাহ্ করছি যে-

- আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে নিজের বা অপর কারো ব্যক্তিগত স্বার্থ-সুবিধা অপেক্ষা এ সংগঠনের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেবো।
- আমি নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতা সহকারে আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবো।
- এ সংগঠনের যা কিছু আমানত আমার ওপর অর্পন করা হবে, পূর্ণ নিষ্ঠাসহকারে তার হিফাজাত করবো।
- আমি নির্বাচন সংক্রান্ত সব গোপনীয়তা রক্ষা করবো।

  আল্লাহ আমাকে এ ওয়া'দাহ্ পালনের তাওফীক দান করুন। আমীন।

-------------- THE END -----------